PLSA, SEM-2, CC-3

প্রশ্ন :- ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা হল এমন এক পরিবেশ যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক। গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণের জন্য ভারতীয় সংবিধানে ১৯-২২ নং ধারার মধ্যে স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে। সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকারকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) বাক ও মতামত প্রকাশের অধিকার। (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার। (গ) সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার। (ঘ) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার। (ঙ) ভারতের যে কোন স্থানে বসবাসের অধিকার। (চ) যে কোন বৃত্তি, পেশা বা জীবিকা গ্রহণের অধিকার। ১৯৭৮ সালের পূর্বে সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার স্বাধীনতার অধিকারের একটি অন্যতম বিষয় ছিল। ৪৪ তম সংশোধন অনুযায়ী এই অধিকারকে বাতিল করা হয়।

বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা : সংবিধানের ১৯(১) (ক) ধারায় বাক্ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃতি লাভ করেছে। গণতান্ত্রিক সমাজগঠনে এটি হল একটি অপরিহার্য অধিকার। পত্র-পত্রিকা পুস্তক-পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সভাসমিতি, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে মত প্রকাশ করা যেতে পারে) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে এই অধিকারের অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

রাষ্ট্র যে সব বিষয়ে এই অধিকারটির উপর যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে সেগুলি হল : (১) ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা, (২) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা, (৩) বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, (৪) দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, (৫) শ্লীলতা বা সদাচার, (৬) আদালত অবমাননা প্রতিরোধ, (৭) মানহানি প্রতিরোধ, (৮) অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা প্রতিরোধ ইত্যাদি।)

সমবেত হওয়ার অধিকার : (১৯(১) (খ) ধারায় নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার, জনস্বার্থ সম্পর্কে কোন বিষয় আলোচনার জন্য সমবেত হওয়ার অধিকার অথবা শোভাযাত্রা করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আছে।

এই অধিকারটি কয়েকটি শর্তের অধীন। (ক) সমাবেশ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হবে, (খ) জনস্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার :/ ১৯(১) (গ) ধারা অনুযায়ী ভারতের নাগরিকরা যেকোন সংঘ বা সমিতি স্বাধীনভাবে গঠন করতে পারে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, খেলাধূলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংঘ বা সমিতি গঠন করা ছাড়াও রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংঘ গঠন এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

এই অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে সংবিধানে বলা হয়েছে (রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং নীতি-বিগর্হিত উদ্দেশ্যে গঠিত সংঘ বা সমিতির উপর রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে) তাছাড়া সংহতি ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার : ১৯(১) (ঘ) এবং ১৯(১) (৬) ধারায় ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার ঘোষিত হয়েছে।

পেশাবৃত্তি গ্রহণের অধিকার : ১৯(১) (ছ) ধারা অনুযায়ী যে কোন বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আছে। এই অধিকারটির উপরেও কিছু যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন, জনস্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত বিধিনিষেধ

আরোপ করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে কর্মীদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে।

অন্যদিকে জনস্বার্থে যে কোন ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বা কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে।

২০নং ধারায় অপরাধ এবং অপরাধী সংক্রান্ত তিনটি অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, যে সময়ে অপরাধ করা হয়, সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুসারে যে শাস্তি দেওয়া যায়, তার অধিক শাস্তি অপরাধীরে দেওয়া যাবে না [২০ (১) নং ধারা]। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না [২০ (২) নং ধারা। তৃতীয়ত, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। [২০ (৩) নং ধারা]। সংবিধানে উল্লিখিত এই অধিকারগুলির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে যথেচ্ছ এবং অতিরিক্ত শাস্তিপ্রদানের হাত থেকে রক্ষা করা।

সংবিধানের ২১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, 'আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। 'আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি' কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন হলে আদালত বিচার করে দেখবে, যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়েছে তা বৈধ কিনা।

২০০২ সালে প্রণীত ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ২১ (ক) নং ধারাটি সংযুক্ত হয়েছে এবং শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ের জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। এরপর ২০১০ সালে পার্লামেন্ট শিক্ষার অধিকার আইন (Right to Education Act, 2010) প্রণয়ন করে এবং ওই বছরের এপ্রিল মাস থেকে এই আইনটিকে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেয়।

ভারতীয় সংবিধানের ২২নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অবৈধ গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের অধিকার। এই ধারা অনুসারে (ক) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করার পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। (খ) আটক ব্যক্তিকে নিজ পছন্দ মতো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওই আইনজীবীকে নিযুক্ত করার অধিকার দিতে হবে। (গ) গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া তাকে উক্ত সময়ের বেশি আটক রাখা যাবে না।

তবে এইসব সুযোগসুবিধা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে ধৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে তিন মাস পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখা যেতে পারে।

বিনা বিচারে আটক সম্পর্কিত এই বিধিটি নিঃসন্দেহে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের কলঙ্কস্বরূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু সংকটকালীন অবস্থায় এরূপ আইন প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাভাবিক অবস্থাতেও এই আইন কার্যকর করা যায়।

মূল্যায়ন ঃ ভারতীয় সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ নং ধারাগুলিতে যেসব স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সমালোচকেরা এই ব্যাপারে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন : **প্রথমত**, রাষ্ট্রের হাতে স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার সেই ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়ে নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন- ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা এই সত্যটিকে অবহেলা করেছেন।

তৃতীয়ত, 'নিবর্তনমূলক আটক' ব্যবস্থাকে সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত, শিক্ষার অধিকার নিঃসন্দেহে একটি রুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকার। তবে সমালোচকদের মতে, শুধু মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেলেই এই অধিকারটি ফলপ্রসূ হবে এমন কোনো কথা নেই। পশ্চিমবঙ্গে বহু আগে থেকেই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের সকল ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আলোয় আনা যায়নি। এই অধিকারটি কার্যকর করার আগে সকলের জন্য ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে হবে।

তবে স্বাধীনতার অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নিবর্তনমূলক আটক আইন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার আইন ইত্যাদির নাম করে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। এর বিরুদ্ধে নাগরিকের কোন সাংবিধানিক প্রতিকার নেই। তাছাড়া, স্বাধীনতার অধিকারের প্রকৃত উপলব্ধি নির্ভর করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর। ভারতের মতো বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকের প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় নাগরিকদের এই অধিকারকে সার্থক করে তোলার জন্য জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি, দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা, আইনের অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বজনীন শিক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য।